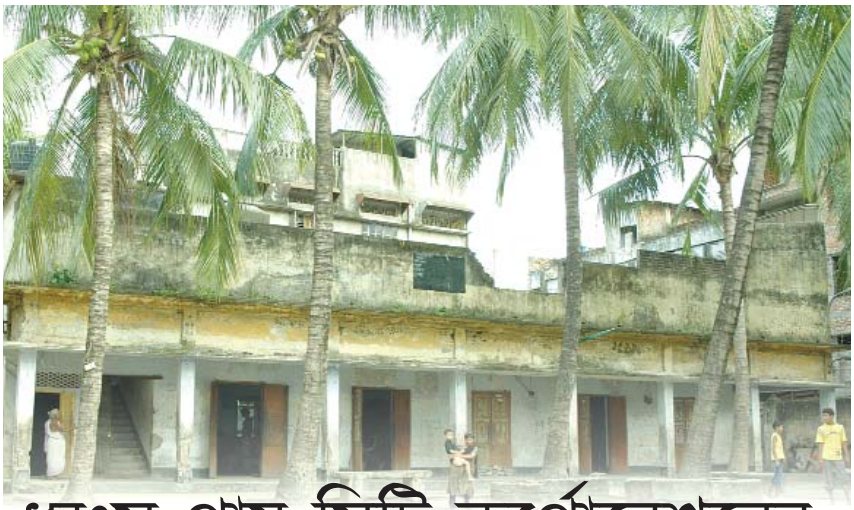

ধ্বংস প্রায় সিটি কর্পোরেশনের শরীরচর্চা কেন্দ্রগুলো

সাজিয়া আফরিন ও মাহমুদ রাজু

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের অর্থায়নে এবং কমিশনারদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ঢাকা শহরে পরিচালিত হচ্ছে ১৬টি শরীরচর্চা কেন্দ্র। যার অধিকাংশই পুরান ঢাকায় অবস্থিত। সরেজমিন তদন্তে ফুটে উঠেছে এগুলোর করুণ চিত্র। শুধু করুণ বললে ভুল হবে, কয়েকটি একেবারেই বন্ধ।

হাবিবুল্লাহ শরীরচর্চা কেন্দ্র

১৭, দক্ষিণ মৌসুম্ভী নারিন্দার সরু একটি গলি পেরিয়ে হাবিবুল্লাহ শরীরচর্চা কেন্দ্র ও কমিউনিটি সেন্টার। প্রায় ১ বছর আগে শরীরচর্চা কেন্দ্রটি ভেঙে তার মালপত্রগুলো জড়ো করে রাখা হয়েছে কমিউনিটি সেন্টারে। ফলে কেন্দ্র ও কমিউনিটি সেন্টার দুটোই বন্ধ। শরীরচর্চা কেন্দ্র ভেঙে সেখানে নতুন ভবন নির্মাণ করা হবে DCC'র অর্থায়নে। এই নির্মাণ কাজ কবে শুরু হবে তা কেউ জানে না। কমিশনার হাজী লিয়াকত আলীকে মোবাইল ফোনে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, তাদের তরফ থেকে কোনো সমস্যা নেই। কর্পোরেশনই কাজটি আটকে রেখেছে। কেন আটকে রেখেছে প্রশ্ন করলে তিনি জানান, 'তা জানলে তো আমিই পাস করিয়ে আনতে পারতাম।'

কর্পোরেশন থেকে নিযুক্ত প্রশিক্ষক আব্দুর রহিম মাঝে মাঝে এসে তার অফিসে বসেন।

নতুন ভবনের কাজ কবে শুরু হবে কেউ জানে না

তার কাছে যন্ত্রপাতি দেখতে চাইলে প্রথমে টালবাহানা করেন। পরে বাধ্য হয়ে দেখান এবং যন্ত্রপাতি দেখে অবাক হয়ে যান আমাদের রিপোর্টার। একটিতেও রঙ নেই। জং ধরে ক্ষয়ে গেছে কোনো কোনো অংশ। সব মিলিয়ে ১০-১২টি ইন্সট্রুমেন্ট ছাড়া বাকিগুলো একেবারেই ব্যবহার অনুপযোগী।

জানা যায়, ট্রেইনার আব্দুর রহিম সাহেব এখন যন্ত্রপাতির ব্যবসা করছেন। তিনি বিভিন্ন বেসরকারি শরীরচর্চা কেন্দ্রে যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও মেরামত করেন।

কবে নাগাদ কেন্দ্রটি চালু হতে পারে জানতে চাইলে তিনি জানান, নতুন ভবন নির্মাণ শেষ না হলে চালু হবে না।

যন্ত্রপাতির সংখ্যা এতো কম কেন জানতে চাইলে তিনি জানান, সরকারি অনুদানের অভাবে কেনা যাচ্ছে না। অথচ প্রতিবছর DCC'র বাজেটে প্রতিটি শরীরচর্চা কেন্দ্রের জন্য টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে।

এলাকার ১৯ বছরের এক তরুণ আজাদ সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, ৩-৪ বছর আগে কেন্দ্রটি বেশ ভালো ছিল কিন্তু ইদানীং বন্ধ থাকায় তারা পার্শ্ববর্তী একটি ব্যক্তিমালিকানাধীন জিমনেশিয়ামে যাচ্ছেন।

এদিকে দীর্ঘদিন বন্ধ ও অব্যবহৃত থাকায় শরীরচর্চা কেন্দ্র ও কমিউনিটি সেন্টারের জায়গাটি বেদখল হয়ে যেতে পারে বলে মন্তব্য করেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন দোকানদার।

নবযুগ শরীরচর্চা কেন্দ্র

সদরঘাটে অবস্থিত নবযুগ শরীরচর্চা কেন্দ্রে গিয়ে দেখা যায় সেটি তালাবদ্ধ। সহজেই অনুমান করা যায়, বেশ কয়েক মাস এটি খোলা হয়নি। দেয়ালের সিমেন্ট খসে খসে পড়ছে। অথচ এটি দেশের সবচেয়ে পুরনো শরীরচর্চা কেন্দ্র।

কেন্দ্রের পার্শ্ববর্তী একটি দোকানে যোগাযোগ করা হলে দোকানদার হাসমত আলী জানান, ঘরটি তিনি কখনো খুলতে দেখেননি। আশপাশে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে প্রশিক্ষক কিংবা কর্মকর্তা-কর্মচারী কাউকেই পাওয়া যায়নি। এলাকার এক তরুণের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, প্রায় সাড়ে তিন বছর আগে এটি বন্ধ হয়ে যায়। তারপর আর খোলা হয়নি। বন্ধের সময়ও শরীরচর্চা কেন্দ্রের অবস্থা নাজুক ছিল। কেন বন্ধ হয়ে গেল এবং খোলা হচ্ছে না কেন, এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে জুয়েল নামের ঐ তরুণ কিছুই জানেন না বলে জানালেন। তবে অনুসন্ধানে জানা যায়, এলাকার দুই গ্রুপের যুবকের মারামারিকে কেন্দ্র করে শরীর চর্চা কেন্দ্রটি বন্ধ করে দেয়া হয়।

এলাকার কমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি।

বক্শীবাজার শরীরচর্চা কেন্দ্র

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের অধীনে বক্শীবাজারে অবস্থানরত একটি শরীরচর্চা কেন্দ্র। এখানে ভর্তি ফি সিটি কর্পোরেশন থেকে নির্ধারিত। ভর্তি ফি ২০০ টাকা ও প্রতি মাসে সদস্যদের চাঁদা ২০ টাকা। সিটি কর্পোরেশন অফিস থেকেই এর সার্বিক দেখাশোনা করা হয়। শরীরচর্চা কেন্দ্রের ওস্তাদ নুরুল হুদা সরকার-নিযুক্ত প্রশিক্ষক। প্রতিদিন বিকেল ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত এই শরীরচর্চা কেন্দ্র খোলা থাকে। মূলত এলাকার তরুণ শ্রেণী এখানে প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন করে থাকে। সব মিলে ৭০ জন প্রশিক্ষণার্থী এই শরীরচর্চা কেন্দ্রের সদস্য। প্রতিদিন প্রায় ৩০-৪০ জন সদস্য এখানে প্রশিক্ষণ নিতে আসেন।

শরীরচর্চা কেন্দ্রের সমস্যার কথাও জানা

যায়। কেন্দ্রের সামনের একটি মাঠে কাদা, ৩টি জীর্ণ স্লিপার। দুটি দোলনার অবয়বে কিছু একটা দেখা যায়, তবে সেখানে দোলনা নেই, কবে ছিল তাও ধারণা করা মুশকিল। শরীরচর্চা কেন্দ্রের কোনো বাথরুম বা টয়লেট নেই। পানিরও কোনো ব্যবস্থা নেই। বৃষ্টি হলে চাল দিয়ে পানি পড়ে। একটি মাত্র রুমে এই জীর্ণ শরীরচর্চা কেন্দ্রের জানালার প্রতিটি কাচই ভাঙা। যেসব যন্ত্রপাতি আছে তা দেখলে মনে হয় পুরনো লোহা-লক্কড়ের দোকান। তাই দিয়ে দিনের পর দিন অনুশীলন করে যাচ্ছেন এর সদস্যরা। শরীরচর্চা কেন্দ্রের প্রশিক্ষণার্থী রানা বলেন, 'আমি ৬ বছর ধরে এখানে অনুশীলন করি, কিন্তু এখন পর্যন্ত সরকারিভাবে এখানে কোনো যন্ত্রপাতি আসতে দেখিনি।'

শরীরচর্চা কেন্দ্রের অপর প্রশিক্ষণার্থী মঈন বলেন, 'আমরা সিটি কর্পোরেশন অফিসে অনেক কমপ্লেইন করেছি, কোনো লাভ হয়নি। আমাদের ওস্তাদও এখানে নতুন এসেছেন। তিনি ঠিকমতো কিছু জানেনও না আর আমাদের কী শেখাবেন!'

জানা যায়, এখানে কোনো যন্ত্রপাতি নষ্ট হলে সদস্যরাই চাঁদা দিয়ে তা ঠিকঠাক করে নেয়। এমনকি বিদ্যুৎ সংযোগও। ব্যায়ামের মেশিনও তারা নিজেরাই চাঁদা দিয়ে কিনেছে। প্রশিক্ষণার্থীরা জানান, শরীরচর্চা কেন্দ্রের ঘরটি নতুন করে তৈরি করা প্রয়োজন। বারবার সিটি করপোরেশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও এটি নিয়ে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। এমনকি সিটি কর্পোরেশন থেকে এর জন্য কোনো অর্থও বরাদ্দ করা হয় না।

লালবাগ শরীরচর্চা কেন্দ্র

লালবাগ হাজী গণি সর্দার কমিউনিটি সেন্টার সংলগ্ন এ শরীরচর্চা কেন্দ্রটিও সিটি করপোরেশনের অধীনে। এই কেন্দ্রে সরকারিভাবে নিযুক্ত প্রশিক্ষক আব্দুল আজিজ ওস্তাদ। তিনি সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন শরীরচর্চা কেন্দ্রে নিযুক্ত আছেন প্রায় ২৭ বছর যাবৎ। এই কেন্দ্রে প্রশিক্ষণার্থী আছেন ৮০ জন। প্রতিদিন গড়ে ৩০-৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ নিতে আসেন। শরীরচর্চা কেন্দ্রটি মূলত বিকাল ৪টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকে। তবে সকাল ৬-৯টা পর্যন্তও কেন্দ্রটি খোলা থাকে। বিকালের দিকে সাধারণত তরুণরাই এখানে প্রশিক্ষণ নিতে আসেন। সকালে মূলত আসেন এলাকার বয়োজ্যেষ্ঠরা।

শরীরচর্চা কেন্দ্রের ওস্তাদ আব্দুল আজিজ জানান, ক্লাবে শেষবার যন্ত্রপাতি এসেছিল ১৯৯৮ সালে। তখন মোট ৩৬টি ভিন্ন ধরনের জিনিস শরীরচর্চা কেন্দ্রে আসে। তবে যদি কোনো কিছু নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সবাইকে চাঁদা তুলে তা ঠিক করতে হয়।

তিনি আরো বলেন, 'এখানে বাথরুম আছে ঠিকই কিন্তু তা ব্যবহারের অনুপযুক্ত। নোংরা এই বাথরুম থাকা না থাকা সমান।' এখানেও সিটি কর্পোরেশন থেকে নির্ধারিত ফি দিয়ে ভর্তি হতে হয়। জানা যায়, সম্প্রতি সিটি কর্পোরেশন থেকে এর মাসিক চাঁদার হার বৃদ্ধি করে ১০০ টাকা করা হয়েছে। ওস্তাদ আজিজ বলেন, 'ভর্তি ফি ২০০ টাকা আর মাসিক চাঁদা ১০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি সিটি কর্পোরেশন থেকে পাস হয়ে গেছে। সামনের মাস থেকেই এই হার কার্যকর করা হবে।'

মোহাম্মদপুর শরীর চর্চাকেন্দ্র

মোহাম্মদপুর শরীর চর্চাকেন্দ্রটি মোহাম্মদপুর কমিউনিটি সেন্টারের পাশেই অবস্থিত। র‍্যাবের কার্যক্রম শুরু হবার পর শরীরচর্চা কেন্দ্রের রুমটি র‍্যাব-২-এর অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর আগেও দীর্ঘদিন কক্ষটি অব্যবহৃত এবং তালাবদ্ধ অবস্থায় ছিল বলে জানান কমিউনিটি সেন্টার ও কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণকারী কর্মচারী খালেক। কেন দীর্ঘদিন এটি অব্যবহৃত ছিল? প্রশ্ন করলে তিনি জানান, 'এইখানে কোনো মালপত্র ছিল না, তাই পোলাপান আসতো না।'

জান্নাতবাগ শরীর চর্চা কেন্দ্র

মোহাম্মদপুরের ৪২নং ওয়ার্ডের জান্নাতবাগে অবস্থিত এ কেন্দ্রটি চরম অব্যবস্থায় ধ্বংসপ্রায়। অনুসন্ধানে এর করুণ চিত্র ফুটে ওঠে। ৫-৬টি ডাম্বেল, ২টি রানার মেশিন, তিন জোড়া রিং, ভাঙাচোরা কিছু লোহালক্কড় ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। সিটি কর্পোরেশন থেকে নিযুক্ত ট্রেইনার সপ্তাহে একদিন/দুইদিন আসে। এলাকায় শিক্ষার্থীর সংখ্যাও হাতে গোনা। কেন্দ্রর ব্যাপারে এলাকার কমিশনার মোঃ সেলিম উল্লাহ সলুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু এখানে যারা কাজ করে তাদের চাকরিটাও পারমানেন্ট করতে পারিনি। বছরে ১০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়। তাতে কিছুই হয় না। একটা ইন্সট্রুমেন্টের দামই ১০ হাজার টাকা।'

অনুসন্ধানে জানা যায়, এলাকায় বেশ কয়েকটি প্রাইভেট জিম গড়ে ওঠায় সরকারি কেউ যায়ও না। খোঁজও রাখে না। স্বয়ং কমিশনার বছরে এক বারও আসে না।

শেরে বাংলা জিম

আগারগাঁওয়ে অবস্থিত শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে অবস্থিত এ শরীর চর্চা কেন্দ্রটি প্রায় প্রতিদিনই খোলা হয়। ভেতরে গুমোট অন্ধকার, মাকড়সার জাল, পুরনো ভ্যাপসা গন্ধ আর ভাঙাচোরা কিছু লোহালক্কড়- এই নিয়েই শরীর চর্চাকেন্দ্র। পাশে বেশ বড় একটা আবাসিক এলাকা এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও এই কেন্দ্রের কোনো সদস্য নেই। ট্রেইনার আব্দুল ওহাব আগারগাঁও বাজারে দোকানদারি করেন। বিকালের দিকে এসে কেন্দ্রটি খোলেন। কিছুক্ষণ বসেন এরপর আবার চলে যান।

তিনি জানালেন, 'কেউ আসেও না, তাছাড়া যন্ত্রপাতিও নেই। তাই এই অবস্থা।' এলাকার কিছু তরুণের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এখানে যে একটা শরীর চর্চা কেন্দ্র আছে তাও তারা জানে না। এমনকি কেন্দ্রের কোনো সাইনবোর্ডও নেই। কেউ কেউ জানলেও পরিবেশের কারণে যেতে চায় না।

শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব শরীরচর্চা কেন্দ্র না থাকায় এটির সংস্কার অতি জরুরি। কিন্তু সে বিষয়ে কারও কোনো আগ্রহ পরিলক্ষিত হলো না।

রফিকুল ইসলাম নামের বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রের কাছ থেকে জানা গেল, তারা ক্যাম্পাসে একটি জিমনেসিয়াম স্থাপনের ব্যাপারে চেষ্টা করছেন। তবে ক্যাম্পাসের পাশেই যে একটি সরকারি জিমনেসিয়াম রয়েছে সে বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না বলে জানালেন।

আজিমপুর (বটতলা) শরীরচর্চা কেন্দ্র

এ কেন্দ্রটির অবস্থা তুলনামূলক ভালো। প্রতিদিন সকাল ও বিকালে খোলা হয় এটি। একজন নিয়মিত প্রশিক্ষক যেমন রয়েছে, তেমনি তরুণদের মধ্যে বেশ আগ্রহও পরিলক্ষিত হলো। আজিমপুর কলোনির ছেলেরাই বেশি আসে এখানে। যন্ত্রপাতি খুব বেশি আধুনিক না হলেও কাজ চলে যায়। সিটি কর্পোরেশন থেকে নিযুক্ত প্রশিক্ষক আব্দুর রহিমের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তিনি তার সাধ্যমত চেষ্টা করছেন দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে। সমস্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, বাজেট খুব কম, তাই ইচ্ছা থাকলেও সব ইন্সট্রুমেন্ট কেনা যায় না। সকাল ৭টা থেকে ১০ পর্যন্ত সকালের সেশন এবং বিকাল ৪টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত রাতের সেশন চলে।

শরীরচর্চা কেন্দ্রগুলোর সার্বিক দায়িত্ব পালন করে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সমাজ কল্যাণ বিভাগ। এ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুস সালাম ২০০০কে বলেন, 'এ বিষয়টি সম্পর্কে আমরা অবহিত। এর উন্নয়নে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হবে।' কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে কি না জানতে চাইলে তিনি আরো জানান, 'অল্প কিছুদিনের মধ্যেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।'

এই মুহূর্তে ঢাকা শহরে কয়েক হাজার বেসরকারি শরীরচর্চা কেন্দ্র রয়েছে। গড়ে উঠছে নতুন নতুন ব্যায়ামাগার। স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায় তরুণ প্রজন্ম অনেক বেশি স্বাস্থ্য সচেতন। অথচ চাহিদা বাড়লেও সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকলাপ সম্পূর্ণ ভিন্ন। এভাবে চলতে থাকলে কয়েক বছরের মধ্যে বাকি শরীরচর্চা কেন্দ্রগুলোও হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে।

ছবি : **সালাহ উদ্দিন টিটো**